বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

www.bangladeshbank.org.bd

জ্যৈষ্ঠ ১১, ১৪১৫

সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(আমদানি-১)/১২০/২০০৮-৬৬৫ তারিখ ঃ ----------

মে ২৫, ২০০৮

সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের
প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস ।

প্রিয় মহোদয়গণ,

বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ প্রসংগে ।

গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স (ভলিউম-১) এর ১৫ নং অধ্যায়ের ৩২ (বি) অনুচ্ছেদে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ পদ্ধতিতে পরিচালিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রাপ্ত রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র স্থাপনের প্রাধিকার ঘোষিত রয়েছে । পাশাপাশি সার্কুলার পত্র নং-ইসিপি(এনসি)/৪৩/৯৭-১৩২৯ তারিখ ১০/০৮/১৯৯৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের নামেও প্রাপ্যতা অনুযায়ী রিটেনশন কোটা হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা জমা এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে উক্ত হিসাবের স্থিতি ব্যবহার করা যায়। এফ,ই সার্কুলার নং-০৫/২০০১ এর নির্দেশনানুযায়ী স্বীয় উৎপাদনের জন্য উপকরণাদির (ব্যাক-টু-ব্যাক ব্যবস্থা বহির্ভূত) আমদানির বিল প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের লিখিত আবেদন অনুযায়ী প্রাপ্ত রপ্তানি মূল্য হতে প্রয়োজনীয় পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা (রিটেনশন কোটার অতিরিক্ত হলেও) আমদানি বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত ডিলার ধারণ করতে পারবে ।

০২। প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সার্কুলার পত্রের নির্দেশনা অনুসৃত হলেও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হচ্ছে না মর্মে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে । এ অবস্থায় বর্ণিত সার্কুলার ও সার্কুলারপত্রের নির্দেশনার যথাযথ অনুসরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত স্থানীয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের পরিশোধ নিষ্পত্তি ঋণপত্রে উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত ক্লিয়ারিং হিসাবের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে ।

০৩। অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে বিষয়টি অবহিত করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(আহমেদ এহতেশামুল হায়দার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৩৭৫